Released 1-7-1955

সন্ধ্যারানী • উত্তম

অভিনীত

রমা পিকচার্সের

বিধিলিপি

পরিচালনা- মানু সেন

সঙ্গীত- কালিপদ সেন

রমা পিকচার্সের নিবেদন

বিভিন্নিপি

প্রযোজনা—**ভবেন্দু দত্ত**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**মানু সেন**

কাহিনী—বিজয় গুপ্ত　　চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ—প্রণব রায়

রূপায়নে

সন্ধ্যারাণী, উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, প্রশান্ত কুমার, অনুপকুমার, সুপ্রভা মুখার্জ্জি, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী, জয়শ্রী সেন, রাজলক্ষ্মী (বড়) আশা দেবী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ, ধীরাজ দাস, বলাই, অনিল, পরিতোষ, সুবল, ফটিক, কমল, বিভা, চিত্রা, মণ্ডল, বেচু সিংহ ইত্যাদি।

সুর যোজনা—কালিপদ সেন
গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
প্রণব রায়
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয় গুপ্ত
চিত্রশিল্পী—বিভূতি চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রী—জে, ডি, ইরানী
স্থিরচিত্রে—পরিমল চৌধুরী

পরিচালনায় সহকারী—হিমাংশু দাশগুপ্ত
শিল্প-নির্দ্দেশে—সুনীল সরকার
সম্পাদনা—সন্তোষ গাঙ্গুলী
রূপসজ্জায়—শৈলেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনায়—পরিতোষ রায়
সাজসজ্জায়—দাশুরথী দাস
আলোক নিয়ন্ত্রণে—হেমন্ত, তারাপদ, অনিল
প্রচার পরিচালনা—ক্যাপস্ (C. A. P. S)

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—মহাদেব সেন
চিত্রশিল্পে—বীরেন ভট্টাচার্য্য, রমেন ঘোষ
শব্দযন্ত্রে—সন্তু বসু
শিল্পনির্দ্দেশে—বিশু চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জায়—দুর্গা চট্টোপাধ্যায়
সাজসজ্জায়—দাশরথী দাস

আলোক নিয়ন্ত্রণে—হেমন্ত, তারাপদ, অনিল, বিনয়
সঙ্গীতে—বিভূতি ভূষণ
সম্পাদনা—প্রণব মুখার্জ্জি
ব্যবস্থাপনায়—সুব্রত চাকলাদার, শম্ভু, রাম
পাটশিল্পে—কবি দাশগুপ্ত
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায়—প্রমোদ সরকার

কণ্ঠ সঙ্গীতে—গায়ত্রী বসু, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, ও প্রশান্ত কুমার

যন্ত্র-সঙ্গীতে—সুর ও শ্রী অরকেষ্ট্রা

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভস্‌শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারিতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক—**নর্মদা চিত্র**

বিধিলিপি

মূল গল্প

ভাগ্যবিড়ম্বিতা শকুন্তলা! সাত বছর বিয়ে হয়েছে, আজো তবু সন্তান হ'ল না। মাতৃত্বের আকাঙ্খা তার পূর্ণ হবে কিনা কে জানে। রাতের বেলা শকুন্তলা লুকিয়ে চলে' যায় ঠাকুরঘরে, রাধামাধবের সাম্‌নে কাঁদে আর বলে, তুমিই ত' মা যশোদার কোল আলো ক'রেছিলে, আমার উপর এমন নিষ্ঠুর হলে' কেন ঠাকুর?

স্বামী শচীকান্ত—ফটিকজলের জমিদার—বলে, কেন এত অবুঝ হচ্ছ কুন্তলা? বিধিলিপির উপর কারো হাত নেই।

তবু সন্তানবঞ্চিতা মায়ের মন গোপনে গুম্‌রে মরে।

শচীকান্তের মায়ের মনে কিন্তু ক্ষোভের অন্ত নেই। বৌমার ছেলেপুলে হ'ল না—এতবড় জমিদারবংশটা কি লোপ পাবে? বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না? পুত্রবধুর প্রতি তাঁর তিক্ত মনোভাব চাপা থাকে না। শকুন্তলা আহত হয় মনে মনে, তারপরে একদিন কঠিন অসুখ।

চিকিৎসায় ত্রুটি হ'ল না। শকুন্তলা প্রাণ ফিরে পেলে, কিন্তু চরম মূল্য দিয়ে। শকুন্তলা হ'য়ে গেল অন্ধ ডাক্তারে বল্‌লে, যে প্রদীপ নিভে গেছে, তা' আর জল্‌বার নয়!

মা ছেলেকে একদিন বল্‌লেন, বৌমার যদি কখনো সন্তান হয়, তবে সেও অন্ধ হ'য়েই জন্মাবে। এতবড় বংশটাকে আমি অন্ধের বংশ হ'তে দেব না—তুই আবার বিয়ে কর।

শচীকান্ত বলে, তা' হয় না। শকুন্তলাকে আমি ত্যাগ করতে পারব না।

মা ডেকে পাঠালেন নায়েব মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীকে। কর্ত্তার আমলের লোক। অত্যন্ত বিশ্বাসী, চতুর এবং করিৎকর্ম্মা। মুকুন্দ আশ্বাস দিয়ে বললে, কিছু ভাব্‌বেন না মা। মুকুন্দ চক্কোত্তি সব পারে—পারে না কেবল মরা মানুষ বাঁচাতে।

গোপনে পরামর্শ হ'ল। তারপর একদিন শচী গেল পলাশডাঙ্গায় মহালে, আর অন্ধ শকুন্তলা চোখের জল ফেলে চ'লে গেল কাঞ্চনপুরে তার দাদা রমানাথ ডাক্তারের ঘরে। শকুন্তলা জান্‌ল স্বামী তার প্রতি বিমুখ বলে' তাকে ভায়ের বাড়ী পাঠাতে বলেছেন, আর শচী জান্‌ল, শকুন্তলাকে হাতে ধরে না সাধ্‌লে সে আর আস্‌বে না।

এই বিচ্ছেদ আনল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল-বোঝার কাঁটাতারের বেড়া।

ওদিকে মুকুন্দকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে মা তাঁর গঙ্গাজল সইয়ের মেয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করে' পাঠালেন। সন্ধ্যার মা মৃণালিণী প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন।

কিন্তু বিধিলিপির এম্‌নি খেলা যে, ক'নে দেখ্‌তে এসে শচী সন্ধ্যাকে বোনের মতোই ভালোবেসে ফেল্‌ল। আর সন্ধ্যা? শচীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় তা'র মন ভ'রে উঠ্‌ল। মন সে আগেই দিয়েছে তার গানের মাষ্টার প্রশান্ত কুমারকে। শিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবক এই প্রশান্তকুমার। কিন্তু দরিদ্র বলে' মৃণালিণীর পছন্দ নয়।

শচী ও সন্ধ্যার সম্পর্ক যাই দাঁড়াক্ না কেন, দুই মায়ের চক্রান্তে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। কাঞ্চনপুরে রমানাথের বাড়ীতে তখন শকুন্তলার একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে; সুন্দর চোখ! রমানাথ পত্র লিখে শুভসংবাদটা ফটিকজলে পাঠাল।

কিন্তু চতুর মুকুন্দ জমিদার-গৃহিনীকে বোঝাল, এটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়—রমানাথ নিশ্চয় শচীর দ্বিতীয় বিয়ের খবর পেয়েছে! তাই এই চাল!

অতএব রমানাথের চিঠি ধামাচাপাই রইল। পুরুত এল দিন দেখতে। কিন্তু শচীকান্ত কঠিন হয়ে' বলে, এ হ'তেই পারে না—শকুন্তলাকে আমি কথা দিয়েছি, তাকে আমি ত্যাগ করব না।

ছেলের জিদ্ ভাঙ্গতে না পেরে, মা ঠাকুরঘরে গিয়ে অন্নজল ত্যাগ করলেন।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিনদিনের দিন শচী এসে বাধ্য হ'য়ে মাকে কথা দিলে, বিয়ে হবে—সন্ধ্যার বিয়ে নিশ্চয়ই হবে। বিয়ের দিন স্থির হ'ল ৪ঠা শ্রাবণ।

ওদিকে সন্ধ্যার মুখে প্রশান্তর কলেজ বন্ধুরা সব কথা শুনে, ছুটল কাঞ্চনপুরে রমানাথকে শচীর বিয়ের খবর দিতে। শকুন্তলা বল্‌লে, আমি সেখানে যাব—আমায় নিয়ে চল দাদা।

অন্ধ বোন আর খোকাকে নিয়ে রমানাথ বিয়ে-বাড়ী এসে পৌছাল ৪ঠা শ্রাবণ সন্ধ্যায়। শচীকান্তের মা স্তম্ভিত। শকুন্তলার সত্যিই খোকা হয়েছে—শচীকান্তের চাঁদের মতো ফুটফুটে চক্ষুষ্মান ছেলে—তাঁর বংশের প্রদীপ! ছি, ছি, ছি, কী ভুলই হয়েছে রমানাথের চিঠিখানাকে অবিশ্বাস করে'। কিন্তু এখন উপায়? বিয়ের লগ্ন উপস্থিত, কোথায় শচীকান্ত?

রূপালী পর্দ্দায় আপনারা শচীকান্তকে খুঁজে পাবেন॥

গান

পৃথিবী তোমার সুন্দর মুখ আর কি পাব না দেখিতে
চারিধারে মোর শুধু যে অন্ধকার
এত করে তবু পারি না খুলিতে প্রাণের বন্ধন দ্বার।
এ আঁধারে আমি নিজের সাথেই একা একাবলি
ধূপের মতন সবটুকু দিয়ে নিঃশেষ হয়ে জ্বলি।
জানিনা'ত কবে শেষ হবে এই অসীম দ্বন্দকার—
চারিধারে মোর শুধু যে অন্ধকার।
তবু মানেনা'ত মন আলোর ঠিকানা —
চাই যেন খুঁজে নিতে
হায় বিধিলিপি প্রদীপ আমার—
ভুলে গেছে আলো দিতে।—গৌরী প্রসন্ন

(২)

রাগে মুখ বাঁকানো ঐ ভুরু পাকানো
তবু যেন মনে হয় কত মধু মাখানো ॥
প্রাণ যার ঘর বার সারাদিন করে গো—
একজন এলে মন কূলে কূলে ভরে গো ॥
সেইজন আসিয়াছে আর কেহ নাই কাছে
তবে কেন মিছে ঐ আড়চোখে তাকানো
কাছে এলে সরে যাওয়া এ কেমন রীতিগো—
এই কি গো ভালোবাসা প্রেম আর প্রীতি গো—
কেবা জানে যত রাগ ত'ত আনে অনুরাগ—
এই সব লুকোচুরি শুধু লোক দেখানো ॥—বিজয় গুপ্ত

(৩)

অন্তরে আজ কে পাঠালো
সপ্তস্বরের নিয়ন্ত্রণ ॥
স্বপ্নে আমি শুনতে পেলাম
বসন্তের সম্ভাষণ ॥
পুষ্পরাগের রঙ্গনে—
কুঞ্জবনের অঙ্গনে—
নূপুর হয়ে ওই তো বাজে—
মৌমাছিদের গুঞ্জরণ
কৃষ্ণ চূড়ার বন্যা এলো—
শীতের হাওয়া নিরুদ্দেশ
মনের কুহু চমকে দেখে—
কণ্ঠে তারও খুসীর বেশ—
বেণু বীণার সঙ্গমে—
গান গেয়ে যাই পঞ্চমে
সুরের দোলায় উঠুক দুলে—
স্বয়ম্বরের শুভক্ষণ

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

ঘুম যারে নিঝুম রাতে খোকন ঘুম যা
ঘুমের পরী চুপি চুপি ঘুম পাড়ানি গান ॥
তুই যে আমার সোনার আলো
অন্ধ দু'নয়নে
তুই দুখিনীর একটি মাণিক
ছেঁড়া আঁচল কোণে
মায়ের ব্যাথা মা ছাড়া আর
কেউ তো বোঝে না।
মোর ভরা সুখের দিন যে গেল
ঝরা পাতার মত'
দুখের দিনে নিয়ে এলি
সুখের স্মৃতি শত।
তোরে নিয়ে স্বপ্ন দেখে
দুখিনী তোর মা।

—প্রণব রায়

মূল্য দুই আনা

নর্মদা চিত্র ৩২এ, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া
৩১, মোহন বাগান লেন, কলি-৪ হইতে মুদ্রিত।